বিআর১৯

মঙ্গল জাতের ধান
সমৃদ্ধির অপর নাম

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার উপযোগী বলে এ জাতটি ইন্দোনেশিয়া থেকে এদেশে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৮৫ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিআর১৯ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের জনপ্রিয় নাম মঙ্গল। এটি হাওড় অঞ্চলের ধান।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের কান্ড লম্বা কিন্তু মজবুত।
- গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেন্টিমিটার।
- পাতা এবং কান্ড গাঢ় সবুজ।
- ডিগপাতা ছোট ও খাড়া।
- পাকার সময় শীষ উপরে থাকে।
- চাল লম্বা, সরু এবং স্বচ্ছ।

বিআর১৯

এ জাতের বিশেষ প্রয়োনীয়তা

হাওড়, বাওর আর বিলাঞ্চলে এ জাতের আবাদ করা উচিত। কারণ এর কান্ড লম্বা, তাই ধান পাকার সময় হঠাৎ বন্যায় মাঠে কোমর পানি হলেও ফসল কাটা যায়।

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল বীজ বপন থেকে পাকা পর্যন্ত ১৬৫-১৭০ দিন।

ফলন

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন** ঃ ১ অগ্রাহায়ণ - ৫ পৌষ (১৫ নভেম্বর - ২০ ডিসেম্বর)।

২. **রোপণের সময়** ঃ ১৫ পৌষ - ১৫ মাঘ (জানুয়ারি)।

৩. **সার প্রয়োগ (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
৩০-৪০	৭-১৪	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।
প্রথম উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ১৫-২০ দিন পর।
দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর। ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
তৃতীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. **আগাছা দমন** ঃ রোপণের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৫. **সেচ ব্যবস্থাপন** ঃ থোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত পানি রাখতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd